বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি ভবন
৪৯-৫১ দিলকুশা, ঢাকা
মনিটরিং বিভাগ
ওয়েবসাইট: www.badc.gov.bd

স্মারক নং- ১২.২২১.০১৬.১১.০০.০৯৯.২০১৫- ২৯৭ তারিখঃ ২০ মে ২০১৮।

কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ঢাকা।

২. মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, ঢাকা।

৩. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বিএডিসি, ঢাকা: **ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।**

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান/ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ঢাকা।

২. চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিএডিসি, ঢাকা।

২০.০৫.১৮

মোঃ আঃ ছাত্তার গাজী
প্রধান (মনিটরিং) চলতি দায়িত্ব
বিএডিসি, ঢাকা।
ফোন: ৯৫৫০৯৪৯
email: chiefmonitoring@badc.gov.bd

[illegible]	সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডারাধীন স্লুইস গেটগুলি দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পানি উন্নয়ন বোর্ডে দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।
[illegible]	শুষ্ক মৌসুমে পানি ব্যবহারের জন্য পানি সংরক্ষণের প্রাকৃতিক আধার (Natural Reservoir) তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য অবিলম্বে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প প্রেরণ করতে হবে।	পানি উন্নয়ন বোর্ডে দ্রুত প্রকল্প প্রেরণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।
[illegible]	খালগুলি খননপূর্বক মৎস্য চাষের উপযোগী করে তুলতে হবে এবং যৌথ খামার সেচ পদ্ধতির আওতাধীন সামাজিক মৎস্য চাষ নিশ্চিত করতে হবে। যাতে সকল মালিক-কৃষকগণ তার সুফল জমির অংশ ভিত্তিক হারে পেতে পারেন। এতে করে কৃষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যের অবসান ঘটবে এবং জীব বৈচিত্র রক্ষা, মৎস্য চাষের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পানি উন্নয়ন বোর্ড/মৎস্য অধিদপ্তর দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
[illegible]	প্রকল্পের খালগুলির নাব্যতা বজায় রেখে নৌকা-ডিংগির সাহায্যে কৃষক কর্তৃক ধান পরিবহনের জন্য খালগুলি ব্যবহৃত হতে পারে তার সুব্যবস্থা করতে হবে।	পানি উন্নয়ন বোর্ড/কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
[illegible]	সেচের পানির সুষম বন্টন কৃষক ও কৃষিজমি ভিত্তিক নিশ্চিত করতে হবে। এসব সেচের আওতাভূত জমিতে এক বারের স্থলে যাতে দো-ফসল ফলানো যায় সেজন্য পরিবেশ সহনশীল উন্নত জাতের লগসই ও যুৎসই চাষাবাদ ও ফসলের বীজ উদ্ভাবনের গভীর গবেষণা করতে হবে।	পানি উন্নয়ন বোর্ড/কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার)
চেয়ারম্যান
ফোনঃ ৪৯৩৪৯৬৭৬

তারিখঃ ১৭ বৈশাখ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
৩০ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

[illegible].০০০০.০১৮.০৯.০০৩.১৪-২৪৩

<u>...অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):</u>

...সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
...সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
...কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল
...মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
...মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
...মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
...মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্বরণী, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
...চেয়ারম্যান, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০০।
...প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল
...জেলা প্রশাসক, বরিশাল
...উপজেলা চেয়ারম্যান, কালকিনি, মাদারীপুর/গৌরনদী, বরিশাল
...চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
...উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালকিনি, মাদারীপুর/গৌরনদী, উজিরপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
...সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

৫.০ উজিরপুর এবং আগৈলঝাড়া অংশে পোল্ডার, স্লুইসগেট, খাল পরিদর্শন (তারিখঃ ১০-০৩-১৮):

(ক) উজিরপুর উপজেলার ওতরা ইউনিয়নের সাতলা-বাগধা প্রকল্পের ২ নম্বর পোল্ডারাধীন হাবিবপুর স্লুইস গেট অংশ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে স্লুইসের উভয় পাশের লুজ এপ্রোন, গাইড বাঁধ, লিফটগেট ও ফ্লাপগেটসমূহ আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারনের সাথে কথা বলে জানা যায় যে প্রকল্প- সংলগ্ন খালগুলি ভরাট হয়ে যাওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে বা জোয়ারের সময়ও পানি উপরিভাগে ঢুকতে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

(খ) সাতলা ইউনিয়নের সাতলা-বাগদা প্রকল্পের ২ নম্বর পোল্ডারাধীন মুড়ীবাড়ি স্লুইস গেট সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে স্লুইস গেটের কপাট রিপিয়ারিং করা দরকার, কলবোর্ট এবং কপিকল নাই। স্লুইস গেটের দু'পাশে ব্লক দিয়ে বাঁধাই করা অংশ ভেঙ্গে গেছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে বর্ষার সময় স্লুইস গেটের দুই দিকে পানির ঘূর্ণনে ব্লকগুলো ভেঙ্গে গেছে যার ফলে ব্যক্তি মালিকাধীন জমি কিছু অংশ খালের মধ্যে চলে এসেছে। ভবিষ্যতে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি নদী গর্ভে চলে আসতে পারে। সাতলা-বাগধা প্রকল্পের মধ্যে বিদ্যমান সংযোগ খালগুলো ভরাট হয়ে গেছে।

(গ) আগৈলঝাড়া উপজেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের ১ নম্বর পোল্ডারাধীন আমবুলা স্লুইস গেট পরিদর্শন কালে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, স্লুইস গেটটির আরসিসি মেরামত করা প্রয়োজন। ফল বোর্ড নেই এবং হেয়োসিটিং সিস্টেম যেমন: চেইন কপ্পা, হ্যান্ডল, স্টীলের তার ইত্যাদি নেই। স্লুইস গেটটির কপাট না থাকায় জোয়ার-ভাটা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের এবং বর্ষাকালে বন্যার পানি প্রচন্ড বেগে প্রবাহের ফলে স্লুইসের উজান ও ভাটিতে ভয়াবহ ভাংগনে স্থানীয় জনসাধারণের বসতবাড়ি ও ফসলী জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যাচ্ছে।

সুপারিশসমূহঃ

ক্রমিক	সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
০১।	ভূরঘাটা বাজার সংলগ্ন বরিশাল জেলার গৌরনদী এবং মাদারীপুর জেলার কালকিনী থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আমানগঞ্জ খাল এবং পালোরদি নদী থেকে কচুরিপানা ও বাঁশ পরিষ্কার করে খনন/ ড্রেজিং করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে।	বরিশাল ও মাদারীপুর নদী রক্ষা কমিটি অবিলম্বে এ প্রস্তাব অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনসহ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রেরণ করবে।
০২।	ভূরঘাটা বাজারের ময়লা-আবর্জনা নদীতে ডাম্পিং বন্ধ করে নির্ধারিত স্থানে ল্যান্ড ফিল (Land fil) মাধ্যমে ধ্বংস/রি সাইকেল (Recycle) এর ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নদী কমিশনকে অবহিত করতে হবে।	পরিবেশ অধিদপ্তর/উপজেলা চেয়ারম্যান, কালকিনি/গৌরনদী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কালকিনি/ গৌরনদী বিষয়টি নিশ্চিত করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৩।	পালোরদি নদীর যে অংশে ড্রেজিং/খনন কাজ চলমান আছে সেখানে কাজের মান বজায় রাখাতে হবে।	এ কাজ যৌথভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তদারকীতে নিষ্পন্ন করবেন।
০৪।	গৌরনদী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন গয়নাঘাটে অবৈধভাবে দখলকৃত খালে নির্মিত কাঠামো/ভবন ও দোকান ইত্যাদি অনতিবিলম্বে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগৈলঝাড়াগামী খাল-নদীর সংগে একে সংযুক্ত করে মূলস্রোতে পানি প্রবাহ উন্মুক্ত করতে হবে।	এ কাজ যৌথভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তদারকীতে নিষ্পন্ন করবেন।
০৫।	গৌরনদী উপজেলা ভবন ও চত্বরের পার্শ্বদিয়ে প্রবাহমান নদীটি তীব্র স্রোতধারায় ভাংগনের চূড়ান্ত ঝুঁকিতে আছে। অবিলম্বে খাড়া গার্ডেড/গাইড ওয়াল নির্মানের প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে করে উপজেলা ভবন ও চত্বর ভাংগনের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।	পানি উন্নয়ন বোর্ডে দ্রুত প্রকল্প প্রেরণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।

"বাঁচাও নদী, বাঁচাও মানুষ, বাঁচাও দেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
হোসেন টাওয়ার (১২ তলা)
বীর প্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রোড
১১৬, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

বিষয়ঃ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার-এর বরিশাল জেলার গৌরনদী, আগৈলঝাড়া ও উজিরপুর উপজেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত বিভিন্ন নদী পরিদর্শন এবং সাতলা-বাগধা প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৯-১১ মার্চ/২০১৮
সময়ঃ সকাল ৯:০০- ৫:০০ ঘটিকা

১.০ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যঃ

বরিশাল জেলার গৌরনদী, উজিরপুর ও আগৈলঝারা উপজেলাধীন নদ-নদী দখল, দূষণ ও নাব্যতা রক্ষায় করণীয় বিষয়ে পর্যবেক্ষণ এবং সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার- ১, ২ ও ৩ সংলগ্ন এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা নিরসন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাবাসীর জান-মাল রক্ষা, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করণ এবং বেকারত্ব দূরীকরনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনে করণীয় বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ করা।

এছাড়া চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ১০ মার্চ বরিশাল সার্কিট হাউস সভাকক্ষে সাতলা-বাগধা প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৌরনদী, উজিরপুর ও আগৈলঝাড়া উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর বর্তমান অবস্থা এবং স্থানীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপর এ প্রকল্পের প্রভাব শীর্ষক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন। গৌরনদী উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান এবং ১১ মার্চ বরিশাল বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায়ও যোগদান করেন।

২.০ পরিদর্শনকালে মোঃ সাজিদুর রহমান সর্দ্দার, প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল/ মোঃ সাঈদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল/উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালকিনি, মাদারীপুর/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আগৈলঝাড়া, গৌরনদী, উজিরপুর, বরিশাল/ উপজেলা চেয়ারম্যান, গৌরনদী/ পৌরসভার মেয়র, গৌরনদী/ পুলিশ প্রশাসনসহ স্থানীয় জনগন ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

৩.০ পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

৪.০ গৌরনদী এবং কালকিনি অংশে নদী ও খাল পরিদর্শন (তারিখঃ ০৯-০৩-১৮):

বরিশাল ও মাদারীপুর জেলার যথাক্রমে গৌরনদী ও কালকিনি উপজেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত পালোরদি (আড়িয়ালখার শাখা) নদীতে, ভূরঘাটা বাজার সংলগ্ন অংশে প্রচুর পরিমানে কচুরীপানা এবং বাঁশ ফেলে নদীর নাব্যতা বিঘ্ন ঘটছে বলে দেখা যায়। পানির প্রবাহ নাই-বললেই চলে। ভূরঘাটা বাজার থেকে ময়লা-আবর্জনা নদী গর্ভে ফেলা হচ্ছে । পরবর্তিতে কালকিনি খেয়া ঘাট থেকে নৌকায় করে টর্কি বন্দর পর্যন্ত পালোরদি নদী পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ রয়েছে, তবে বিভিন্ন জায়গা থেকে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে এবং টর্কি বাজার এলাকায় নদী দখল করে কিছু স্থাপনা গড়ে উঠেছে। গৌরনদী বাজার সংলগ্ন খাল বিভিন্ন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দখল করেছে; এতে খালটির স্বাভাবিক পানি প্রবাহে বিঘ্ন ঘটেছে। পানির প্রবাহ একেবারে নেই-বললেই চলে।